



সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা	৭
অনুবাদকের কথা	৯
ভূমিকা	২৩
তাহাজ্জুদগুজারদের ক্রন্দন প্রসঙ্গে	৩১
রাত জেগে আমল-ইবাদতের পুরস্কার	৩৫

...  
প্রথম পর্ব  
...

### কিয়ামুল লাইলের প্রতি

উৎসাহদান, গুরুত্ব বর্ণনা ও ফজিলত # ৩৯

১. কিয়ামুল লাইল নেককারদের রীতি	৩৯
২. কিয়ামুল লাইল কক্ষনো ছেড়ো না	৪০
৩. কার জন্য জান্নাত?	৪০
৪. কিয়ামতের দিন তোমার পাথেয় কী হবে?	৪২
৫. দীর্ঘক্ষণ নামাজ আদায়কারীর প্রতিদান	৪৩
৬. আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল	৪৩
৮. রাতের নামাজের ফজিলত দিনের নামাজের চেয়ে বেশি	৪৫
৯. এক রাকাত নফল নামাজ বিশ রাকাতের চেয়ে উত্তম	৪৬
১০. কিয়ামুল লাইলের আবশ্যিকতা	৪৬
১১. কিয়ামুল লাইলের গুরুত্ব	৪৬
১২. বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্যশীলকারী উত্তম আমল	৪৭
১৬. তাহাজ্জুদগুজারের প্রতি জিন ও দিনরাতের সম্বন্ধি	৪৮
১৭. কিয়ামুল লাইল সবচেয়ে উপকারী আমল	৫০
১৮. কিয়ামুল লাইল মুমিনের নুর	৫০
১৯. রাত্রিজাগরণকারী, তোমার জন্য সুসংবাদ!	৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা
২২. নামাজ হচ্ছে ইবাদতের রাজা	৫২
২৩. কিয়ামুল লাইল নীচের মানবৃদ্ধির কারণ	৫৩
২৪. দীর্ঘ তাহাজ্জুদ ইবাদতগুজারদের চক্ষুশীতলতার কারণ	৫৪
২৫. এই প্রশান্তিবর্ষণ কুরআনের সুবাদে	৫৪
২৬. শয়তানের প্রভাব ও দুষ্ট জিনের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি	৫৫
২৭. সালামা ও কিয়ামুল লাইল	৫৮
২৮. সফরের পরিচয়	৫৮
২৯. তাহাজ্জুদ দুনিয়ার রুহ	৬১
৩০. তাহাজ্জুদের প্রস্তুতিপূর্বক দুআ	৬২
৩১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাত্রিকালীন দুআ	৬৪
৩২. রাতে জাহ্রত হয়ে ওলিগণ যেসব দুআ পড়তেন	৬৬
৩৩. ওমর ফারুক রা.-এর দুআ	৬৬
৩৪. ইয়াজিদ ইবনে রাকাশি রহ.-এর দুআ	৬৭
৩৫. খলিফা আবদির দুআ	৬৮
৩৬. আজরাদাহ আমিয়াহ রহ.-এর দুআ	৬৯
৩৭. একটি জামে (ব্যাপক অর্থবোধক) দুআ	৭০
৩৮. মুহারিব ইবনে দিছার যে দুআ করতেন	৭৫
৩৯. রাতব্যাপী একই আয়াত পুনরাবৃত্তি করা	৭৬
৪০. তামিম দারি রা.-এর রাত্রিজাগরণ	৭৭
৪১. সাইদ ইবনে জুবায়ের রা.-এর ভীতি	৭৮
৪২. আমের ইবনে আবদে কায়েসের দিনরাত	৭৯
৪৩. রবি ইবনে খাইসাম রহ.-এর ভয়	৮১
<b>আবেদগণের গুণ-বৈশিষ্ট্য # ৮৩</b>	
ক. তারা সারা রাত্রি জাগরণ করতেন	৮৩
খ. তারা আত্মার পরিচর্যা করেছেন	৮৭
৫২. উব্বাদ রহ.-এর উপদেশ	৮৮
৫৩. জামআহ রহ.-এর সাথে রাত্রিজাগরণ	৮৮
মাসরুক রহ. ও একটি সিজদার মূল্য	৮৮
৫৪. খালফ ইবনে হাওশাব রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	৯১
৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	৯২
৫৬. আবু জয়নব রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৭. তলহা ও জায়েদের রাত্রিজাগরণ	৯৪
৫৯. জুবাইদ আলইয়ামি রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	৯৫
৬০. মুআজা আদাবিয়্যার রাত্রিজাগরণ	৯৬
৬৩. সফওয়ান ইবনে সূলাইমের রাত্রিজাগরণ	৯৬
৬৪. জুবাইদ আলইয়ামি রহ.-এর তাহাজ্জুদ	৯৭
৬৫. স্বপ্নে জুবাইদের সাথে	৯৭
৬৬. মুহাম্মদ ইবনে নজর রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	৯৮
৬৭. ইবনে ওমরের রাত্রিজাগরণ	৯৮
৬৮. সিরিয়াবাসী এক আবেদের রাত্রিজাগরণ	৯৯
৬৯. মুহাম্মদ ইবনে কাবের রাত্রিজাগরণ	৯৯
৭০. তাওসের রাত্রিজাগরণ	১০০
৭১. জাহান্নামের ভয়ে নিদ্রাভঙ্গ	১০০
৭২. ওয়াহাব ইবনে মুনাঐহ রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	১০১
৭৩. সূলাইমান তাইমির রাত্রিজাগরণ	১০১
৭৬. আবু ইসহাকের নসিহত	১০২
৮০. কল্যাণপ্রাপ্ত হোন, নিরাপদ থাকুন	১০৩
৮৩. মুসলিম ইবনে ইয়াসারের রাত্রিজাগরণ	১০৪
৮৪. আমর ইবনে উতবার রাত্রিজাগরণ	১০৪
৮৫. এক পায়ে দাঁড়িয়ে রাতভর তাহাজ্জুদ আদায়	১০৫
৮৬. কায়েস ইবনে মুসলিম রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	১০৫
৮৭. ইয়াজিদ জবয়ি রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	১০৬
৮৯. রাবিয়া আদাবিয়া রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	১০৭
৯১. কবরের ঘুমই যথেষ্ট	১০৮
৯২. আবেদা মুনিরার রাত্রিজাগরণ	১০৮
৯৩. ঘুমের সঙ্গে আবেদের নিরাপোশিতা	১০৯
৯৪. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের রাত্রিজাগরণ	১০৯
৯৫. খালফ ইবনে হাওশাবের রাত্রিজাগরণ	১০৯
৯৬. আবদুল আজিজ ইবনে রাওয়াদের রাত্রিজাগরণ	১১০
৯৭. ইয়াজিদ ইবনে আবানের রাত্রিজাগরণ	১১০
৯৮. আমর ইবনে কায়েসের রাত্রিজাগরণ	১১০
৯৯. মামার ইবনে মুবারকের ইবাদত	১১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
১০০. এক মহিলার রাতভর নামাজ আদায়	১১১
১০১. গজানা ও আলিয়ার রাত্রিজাগরণ	১১১
১০২. মাসরুর ইবনে আবি আওয়ানার রাত্রিজাগরণ	১১২
১০৪. আবদুল ওয়াহিদের রাত্রিজাগরণ	১১২
১০৫. মানসুর ইবনে মুতামির রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	১১৩
১০৬. দিনভর রোজা ও রাতভর নামাজ	১১৩
১০৭. অধিক ইবাদতে জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাওয়া	১১৪
১০৮. রাত ছিল মানসুরের বাহন	১১৪
১০৯. রাত্রিজাগরণের গোপন প্রয়াস	১১৫
১১০. স্থাপিত খুঁটি	১১৫
১১১. তিন ইবাদতে রাত্রি পার	১১৬
১১২. রাতের অন্ধকারে অস্থিরতায় ক্রন্দন	১১৬
১১৩. মৌমাছির মতো ভোঁ ভোঁ আওয়াজ বের হওয়া	১১৬
১১৪. মৃত্যু পর্যন্ত শয্যা গ্রহণ না করার প্রতিজ্ঞা	১১৭
১১৫. শয্যা গ্রহণের ব্যাপারে হিন্দ ইবনে আউফের কসম	১১৮
১১৬. তামিম দারি রা.-এর আক্ষেপ	১১৮
১১৭. রাতে না ঘুমানোর শপথে আখেরাতে মুক্তির পরওয়ানা	১১৮
১১৮. ইবাদানের এক আবেদের রাত্রিজাগরণ	১১৯
১১৯. মুহাম্মদ ইবনে নজরের রাত্রিজাগরণ	১২০
১২০. আতা খোরাসানি রহ.-এর রাত্রিজাগরণ	১২১
১২১. আবু হুরাইরা রা.-এর রাত্রিজাগরণ	১২২

## দ্বিতীয় পর্ব

## তাহাজ্জুদগুজারদের প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা # ১২৩

শুরুর কথা	১২৩
কিয়ামুল লাইল ও সিরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	১২৪
১২২. তাহাজ্জুদগুজারদের রাত্রিকালীন ইবাদত	১২৮
১২৩. তাহাজ্জুদগুজারদের চেহারার উজ্জ্বলতার রহস্য	১২৯
১২৪. বাসর রাতের অনুভূতি	১২৯
১২৫. আবেদগণের গুণবর্ণনা	১২৯
১২৬. আবেদগণের স্মৃতিচারণ	১৩০
১২৭. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের মুখে আবেদগণের অবস্থা	১৩১
১২৮. তাহাজ্জুদগুজারের অসামান্য সওয়াব	১৩২
১২৯. কীভাবে তুমি জান্নাত পেয়ে গেলে?	১৩৩
১৩০. কিয়ামতের দিন তাহাজ্জুদগুজারদের মর্যাদা	১৩৪
১৩১. মুহাম্মদ ইবনে জাহাদার রাত্রিজাগরণ	১৩৫
১৩২. আশ্চর্য বিস্ময়কর জ্যোতি দান	১৩৬
১৩৩. সুরা বাকারার ফজিলত	১৩৬
১৩৪. মুতাহহার সাদির রাত্রিজাগরণ	১৩৭
১৩৫. উম্মতের প্রতি প্রিয় নবিজির সীমাহীন উদ্বেগ	১৩৮
১৩৬. শেষ প্রহরে রাত্রিজাগরণের উপকারিতা	১৩৮
১৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর রাত্রিজাগরণ	১৩৯
১৩৮. আবু উমামা রা.-এর রাতের আমল	১৩৯
১৩৯. শেষ প্রহরে সত্তর বার ইসতিগফারের নির্দেশ	১৪০
১৪০. মুত্তাকিদেদের রাতের আমল	১৪০
১৪১. রাতে যত্নসামান্য ঘুমানো	১৪০
১৪২. রাতের অংশ লাভ করা	১৪১
১৪৩. মাগরিব ও ইশার মাঝে না ঘুমানো	১৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৪. মাগরিব ও ইশার মাঝে ইবাদত করা	১৪১
১৪৫. রাতে তিনটি ঘোষণা	১৪১
১৪৬. চার ডাকে সাড়া দেওয়া	১৪২
১৪৭. শেষ প্রহরের গনিমত	১৪৩
১৪৮. আবুজ জিনাদের এক রাত	১৪৩
১৪৯. তিলাওয়াতের সময় সফর শুরু	১৪৪
১৫০. বৃষ্টির সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা	১৪৪
১৫১. ঘুমের প্রাবল্য শয়তানের গিরা লাগানোর ফল শয়তানের গিরা বলে কী উদ্দেশ্য?	১৪৪ ১৪৫
১৫২. রাতের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত	১৪৫
১৫৪. ঘুমন্ত ব্যক্তির সাথে শয়তানের আচরণ শয়তানের পেশাব করার অর্থ কী?	১৪৬ ১৪৭
১৫৫. রাতে জাহ্নত হওয়ার একটি পরীক্ষিত আমল	১৪৮
১৫৬. তাহাজ্জুদের জন্য উত্তম পোশাক পরিধান করা	১৪৮
১৫৭. তাহাজ্জুদের জন্য দুইশ দিরহামের কাপড়	১৪৯
১৫৮. তামিম দারি রা.-এর তাহাজ্জুদের জামা	১৫০
১৫৯. হাজার দিরহাম মূল্যের চাদর ক্রয়	১৫০
১৬০. শবে কদরে চার হাজার দিরহামের পোশাক পরা	১৫১
১৬১. তাহাজ্জুদের সময় কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো	১৫১
১৬২. রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা	১৫১
১৬৩. নবিজি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যে দুআ পড়তেন	১৫২
১৬৪. নবিজির আরেকটি দুআ	১৫৩
১৬৫. হাজার নেকির দুআ	১৫৩
১৬৬. তাহাজ্জুদগুজারদের বিশেষ পুরস্কার	১৫৪
১৬৭. রাতের শেষ প্রহরে পরিবারের সদস্যদের জাগিয়ে দেওয়া	১৫৫
১৬৮. ইবনে ওমর রা.-এর আমল	১৫৬
১৬৯. প্রতিদিন হাজার রাকাত নামাজ	১৫৬
১৭০. দিনে চারশ রাকাত নামাজ	১৫৭
১৭১. এক রাতে আড়াই খতম কুরআন	১৫৭
১৭২. এক রাতে কুরআন খতম	১৫৭
১৭৩. সাহাবির কুরআন খতম	১৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৫. রাত্রিজাগরণের পছা	১৫৮
১৭৬. তাহাজ্জুদগুজারদের বিশেষ মর্যাদা	১৫৮
১৭৭. কিয়ামতে তাহাজ্জুদগুজারদের বিশেষ সম্মানপ্রাপ্তি	১৫৯
১৭৮. কাঁদতে কাঁদতে চোখের জ্যোতি হ্রাস পাওয়া	১৬০
১৭৯. রাত্রিজাগরণের স্বরূপ	১৬০
১৮০. এক আয়াতে রাত্রি পার	১৬১
১৮১. রাতে কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত	১৬২
১৮২. এক অনন্য উপদেশ	১৬৩
১৮৩. সাদ ইবনে ইবরাহিমের আশঙ্কা	১৬৩
১৮৪. মানসুর ইবনে জাজানের ইবাদত	১৬৩
১৮৫. তাহাজ্জুদেই আবেদগণের চোখের শীতলতা	১৬৪
১৮৬. ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর তাহাজ্জুদ	১৬৫
১৮৭. ওমর রা.-এর ভয়	১৬৫
১৮৮. যাদের দেখে আল্লাহ খুশি হন	১৬৬
১৮৯. শয়তানের গিরা খোলার উপায়	১৬৬
১৯১. তাহাজ্জুদের প্রতি নববি নির্দেশনা	১৬৭
১৯২. বিতির আদায়ের শ্রেষ্ঠ সময়	১৬৭
১৯৩. শেষ প্রহরের ডাক	১৬৮
১৯৪. বাস্তবসম্মত উত্তর	১৬৯
১৯৫. এ তো গুনাহের কুফল!	১৬৯
১৯৬. তাহাজ্জুদগুজারদের প্রতি ফেরেশতাদের বিশেষ দৃষ্টি	১৬৯
১৯৭. তাহাজ্জুদগুজারদের জন্য সুসংবাদ	১৬৯
১৯৮. পানি ও ঘুমের সম্পর্ক	১৭০
১৯৯. সিজদায় নবিজির দুআ	১৭১
২০০. প্রতি দুই রাতে কুরআন খতম	১৭২
২০১. হাসানের নফসকে অনুশাসন	১৭২
২০২. ঘুমানোর জন্য শাস্তি	১৭৩
২০৩. ইবনুল মুহাইরিজের তাহাজ্জুদের পাবন্দি	১৭৩
২০৪. ঘর বন্ধ করে ইবাদত	১৭৪
২০৫. শীতকালের রোজা দীর্ঘ তাহাজ্জুদের সহায়ক	১৭৪
২০৬. এক রাতে কুরআন খতম করা	১৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
২০৭. সাবিত বুনানির আশ্চর্য ইচ্ছা	১৭৬
২০৮. নবিজির তাহাজ্জুদ আদায়	১৭৭
২০৯. সফল যৌবনের জন্য	১৮১
২১০. প্রতিদিন ছয়শ রাকাত নফল আদায়	১৮২
২১১. প্রতিদিন একশ রাকাত নামাজ	১৮২
২১২. রাতের ইবাদতকারীদের পুরস্কার	১৮৩
২১৩. সাহাবিদের তাহাজ্জুদ আদায়	১৮৪
২১৪. তাহাজ্জুদের জন্য স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলার ফজিলত	১৮৪
২১৫. সাত রাতে কুরআন খতমের নির্দেশনা	১৮৫
২১৬. রমজানের প্রতি রাতে কুরআন খতম	১৮৫
২১৭. সওমে দাউদের বিশেষত্ব	১৮৬
২১৮. বিশ বছর ইশার অজু দিয়ে ফজর আদায়	১৮৬
২১৯. তাহাজ্জুদে নবিজির দুআ	১৮৭
২২০. তাহাজ্জুদ ফরজ হওয়ার আশঙ্কা	১৯১
২২১. সাদ ইবনে ইবরাহিমের আমল	১৯২
২২২. উসমান রা.-এর আমল	১৯২
২২৩. প্রতি রাতে দুইশ রাকাত নফল আদায়	১৯৩
২২৪. ইশার অজু দিয়ে ফজর পড়া	১৯৩
২২৫. আইয়ুব রহ.-এর তাহাজ্জুদ	১৯৪
২২৬. আমর ইবনে উতবার আশঙ্কা	১৯৪
২২৭. প্রত্যহ চারশ রাকাত নফল	১৯৫
২২৮. আবু রিফাআ ও সুরা বাকারা	১৯৬
২২৯. নবিজির তিনটি ঘোষণা	১৯৬
২৩০. ইমাম তাওসের তাহাজ্জুদ	১৯৭
১৩১. উম্মতের জন্য নবিজির সুপারিশ	১৯৭
১৩২. উমর রা.-এর বাণী	১৯৮
২৩৩. নামাজে উদাসীনতার পরিণতি	১৯৯
২৩৪. নামাজ দাঁড়িপাল্লাস্বরূপ	১৯৯
২৩৫. নামাজে কোমর সোজা রাখা	২০০
২৩৬. হাসান বসরির উপদেশ	২০১
২৩৭. ইবনে যুবাইরের বিস্ময়কর সিজদা	২০১



বিষয়	পৃষ্ঠা
২৩৮. তাহাজ্জুদ ও ইবাদতে অতিরঞ্জন না করা	২০২
২৩৯. নবিজির রাতের আমলের বিবরণ	২০৩
২৪০. ফেরেশতা ও শয়তানের বিবাদ	২০৫
২৪১. রমজানের তাহাজ্জুদ আমল	২০৬
২৪২. পরিবারের লোকদের তাহাজ্জুদের জন্য ওঠানো	২০৭
২৪৩. নামাজ মুমিনের নুর	২০৯
২৪৪. দুনিয়াদারের সংস্পর্শ থেকে ফিরে কুরআন তিলাওয়াত	২০৯
২৪৫. তাহাজ্জুদগুজারগণ জান্নাতের প্রহরী	২১০
২৪৬. বেশি ঘুমানো দারিদ্র্যের লক্ষণ	২১০
২৪৭. পিতা-পুত্রের রাত্রিজাগরণ	২১১
২৪৮. বেশি আহারের বিপদ	২১১
২৪৯. তিন প্রকারের চোখের পুরস্কার	২১২
২৫০. হুজাইফার জন্য দুআ	২১২
২৫১. এক রাকাতে পাঁচ সুরা	২১৩
২৫২. রাতে কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত	২১৪
২৫৩. জোহর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সময়	২১৫
২৫৪. হাম্মামের দুআ	২১৬
২৫৫. নামাজে খুশুখুজুর পরিচয়	২১৭
২৫৬. দীর্ঘ সময় নামাজে দাঁড়িয়ে থাকার উপকারিতা	২১৯

শেষ প্রহরের ডাক...



## ভূমিকা

হামদ ও সানার পর...

আমাদের সামনে ইমাম ইবনে আবিদ দুইয়া রহ.-এর আরও একটি নতুন রচনা উপস্থিত, যা স্বভাবতই নিরঙ্কুশ সত্য দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রাত্রিজাগরণ ও তাহাজ্জুদ বিষয়ে। ইমাম ইবনে আবিদ দুইয়ার অন্যান্য রচনার মতো এটিও কুরআনের আয়াত, হাদিসে নববি, আসারে সাহাবি-তাবেয়ি, আখবারুস সালাফ ও সালাহিনের বক্তব্যনিঃসৃত। এ ছাড়া খুব সামান্য কিছু বক্তব্য আমরা নিজেদের থেকে তাতে সংযোজনের প্রয়াস পেয়েছি—রাত জেগে আমল, ইবাদত ও তাহাজ্জুদের বিশেষ গুরুত্ব প্রমাণের জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই চেষ্টাকে প্রথমে আমাদের আমলে পরিণত করে দিন।

গুরুতেই আমরা পবিত্র কুরআন থেকে রাত জেগে আমল-ইবাদতের হুকুমসংবলিত আয়াতমালা তুলে ধরছি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমিয়ে কাটাত। রাতের শেষ প্রহরে তারা (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করত। (সূরা জারিয়াত: ১৭-১৮)

আলোচ্য আয়াতে নিদ্রাষাপন বলে বোঝানো হয়েছে রাত্রিকালীন নিদ্রাষাপন; দিবসকালীন নয়।

এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তারা রাতের সামান্য সময়ই ঘুমাত, বেশিরভাগ সময় নামাজে কাটাত। এটা মুত্তাকিদদের প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রশংসাসূচক স্বীকারোক্তি বা তাদের প্রতি নির্দেশনা। প্রশংসার মাধ্যমে তাদের বেশি আমল-ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। রাতের বেশি সময় বিনিদ্র থেকে, ইবাদতের কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে বলা হয়েছে। কেননা, এটাই তাদের জন্য পরম প্রিয়ের নৈকট্য অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এ কাজেই ব্যাপকভাবে তাদের প্রতি রাবে কারিমের সন্তুষ্টি থাকার কথা বলা হয়েছে উল্লিখিত আয়াতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾

এবং যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি দাঁড়িয়ে ও সিজদাবনত থেকে রাত্রি অতিবাহিত করে। (সূরা ফুরকান : ৬৪)

এ আয়াত রাতে আমলকারীদের অবস্থা প্রকাশ করছে। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা রাতকে আবাদ করে রাখে সিজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমে। তাদের এই সীমাহীন কষ্ট-ক্লেশের পর তাদের সম্পর্কে এ দাবিও করা হয়েছে, তারা এত কিছু পরও মহান আল্লাহর ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত; পাছে আল্লাহর শাস্তি তাদের না আবার গ্রেপ্তার করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُونَ قِمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۖ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ إِنَّا سَأَلْنَا عَلَيْكَ فَوَلا تَقِيلًا ۖ وَإِنَّا نَاشِئَةُ اللَّيْلِ ۖ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَوْفَوْمُ قَبِيلًا ۖ إِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۖ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾

হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (মুহাম্মদ)! রাতে (নামাজের জন্য উঠে) দাঁড়াও, কিছু অংশ বাদ দিয়ে—তার অর্ধেক অংশ—অথবা তার চেয়ে আরও কিছু কম করো, কিংবা তার ওপর (আরও কিছু) বাড়িয়ে দাও, তুমি কুরআন তিলাওয়াত করো থেমে থেমে; (হে মুহাম্মদ!) অচিরেই আমি তোমার ওপর একটি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) কিছু রাখতে যাচ্ছি। অবশ্যই রাতে বিছানা ত্যাগ—তা আত্মসংযমের জন্য বেশি কার্যকর, (এ সময়ে দুআ ও কুরআন) পাঠেরও সুবিধা থাকে বেশি। অবশ্যই দিনের বেলায় তোমার প্রচুর কর্মব্যস্ততা থাকে। তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করো। (সূরা মুজজামিল: ১-৮)

আবু জাফর রা. বলেন, এ আয়াতটিতে কাপড় বা চাদর আচ্ছাদিত বলে নবিজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই বোঝানো হয়েছে। মূলত এ আয়াতে নবিজিকে ডেকে বলা হচ্ছে, উঠুন এবং নামাজ পড়ুন যখন অন্যরা ঘুমিয়ে থাকে। দিনের কষ্ট-ক্লেশ থেকে বিচ্ছিন্নতা মিলে যায়, আল্লাহর সান্নিধ্য অবলম্বন করা যায়, তাঁর রহমত ও কল্যাণের ফল্গুধারায় অবগাহন

করা যায়, তার একান্ত সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে একান্ত হওয়া যায়, আর তখন কুরআনের তিলাওয়াত কাজিফত তারতিলের সাথে নিবিষ্টতাসহকারে আদায় করা যায়। হে প্রিয় ভাই! জেনে রেখো, ঘুমের প্রাবল্য, দিনের কষ্টের পর শরীরের অবসাদগ্রস্ততা অবশ্যই দূর হতে হবে, দেহকে খাটাতে হবে, সেই সঙ্গে রুহকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হবে, তাহলেই আমরা উভয় জগতের কায়িমাবি অর্জন করতে পারব।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيبَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزِعٍ أُخْرِجَ شَطَائِهِمْ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجَبُ الرُّزَّاعُ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

মুহাম্মদ আল্লাহ তাআলার রাসুল; অন্য যেসব লোক তার সাথে আছে তারা (নীতির প্রশ্নে) কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর, (আবার তারা) নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল, তুমি (যখনই) তাদের দেখবে, (দেখবে) তারা রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায় রয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সম্বৃষ্টি কামনা করছে, তাদের (বাহ্যিক) চেহারাতেও (এ আনুগত্যের) সিজদার চিহ্ন রয়েছে; তাদের এ উদাহরণ যেমন (বর্ণিত হয়েছে) তাওরাতে, (তেমনই) তাদের উদাহরণ রয়েছে ইনজিলেও, (আর তা হচ্ছে) যেমন একটি বীজ—যা থেকে বেরিয়ে আসে একটি (ছোট) কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মোটাতাজা হয় এবং (পরে) স্বীয় কাণ্ডের ওপর তা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, (চারাগাছটির এ অবস্থা তখন) চাষির মনকে খুশিতে উৎফুল্ল করে তোলে, (এভাবে একটি মুমিন সম্প্রদায়ের পরিশীলনের ঘটনার মাধ্যমে) আল্লাহ তাআলা কাফেরদের মনে (হিংসা ও) জ্বালা সৃষ্টি করেন; (আবার) এদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য তাঁর ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

‘সিমা’ বলা হয় এমন স্পষ্ট চিহ্নকে, যা একজন মানুষের চেহারায তাহাজ্জুদের কারণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা রাত্রিজাগরণের প্রভাব। সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, তারা রাতব্যাপী নামাজে নিমগ্ন থাকত, আর সকালে তাদের চেহারায তাই ভেসে থাকত।

ইকরিমা রা. বলেন, (আয়াতে উল্লেখিত চেহারায সিজদার চিহ্ন কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) রাত্রিজাগরণের কষ্ট-ক্লেশ তাদের চেহারায প্রতিভাত হতো।

রাত্রিজাগরণের ফজিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বহু হাদিস এসেছে। তন্মধ্যে কিছু নিচে পরিবেশন করা হলো—

১. জাবির রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো পুরুষ-নারী যখন রাতে শয়ন করে তখন তার মাথার কাছে কতগুলো গিঁট লেগে থাকে। অতঃপর যখন সে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর জিকির করে তার একটি গিঁট খুলে যায়। এরপর সে অজুর জন্য দাঁড়ালে অপর একটি গিঁটও খুলে যায়। তার সকাল প্রফুল্লতার মধ্যে হয়, মনে শান্তি বিরাজ করে, সে সমূহ কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।<sup>[১]</sup>

২. আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা পালন হচ্ছে মহররম মাসের রোজা (১০ তারিখের রোজা; তার সঙ্গে মিলিয়ে ৯ অথবা ১১ তারিখেও রোজা রাখতে হয়), আর ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে রাতের নামাজ তথা তাহাজ্জুদ।<sup>[২]</sup>

৩. আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, হে লোকসকল! সালামের প্রসার ঘটাও, লোকদের খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তা রক্ষা করো, রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাজ পড়ো, (এমনটা করলে) নিরুদ্ভিগ্নভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।<sup>[৩]</sup>

৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, জান্নাতে একটি ঘর আছে যার ভেতরাংশ বাহির থেকে দেখা যায়, আবার ভেতর থেকেও বাহিরের সবকিছু দেখা যায়। আবু মালিক আশআরি রা. বলেন, এই ঘর কাদের জন্য হে আল্লাহর রাসুল?

১. সহিহ, ইবনে খুজাইমা : ২/১৫৬-১৫৭

২. সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি, ইবনে খুজাইমা

৩. আহমদ, তিরিমিজি, ইবনে মাজাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের জন্য যারা কথায় মার্জিত, অপরকে খাবার খাওয়ায়, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা (নামাজে) দণ্ডায়মান থেকে রাত অতিবাহিত করে।

এ ছাড়া এ সংক্রান্ত আরও অনেক হাদিস এই কিতাবে পর্যায়ক্রমে আসবে, ইনশাআল্লাহ। প্রিয় সুহুদ! আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণও বিন্দ্র রাতযাপন করেছেন। তাদের রাত্রিকালীন কিছু চিত্র এখানে তুলে ধরা সংগত মনে করছি—

১. মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম : আনাস রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مررت ليلة أسرى بي على موسى قائما يصلى في قبره.

ইসরার রাতে আমি মুসা আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাই, তিনি তখন তাঁর কবরে নামাজরত ছিলেন।

২. দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوماً ويفطر يوماً.

আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় নামাজ হলো দাউদ আ.-এর নামাজ, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় রোজাও দাউদ আ.-এর রোজা। তিনি রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ সময় নামাজ আদায় করতেন, এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন অন্তর অন্তর রোজা রাখতেন।

সাহাবায়ে কেরামের রাত্রিজাগরণ সম্পর্কে কী লিখব, তাদের উপযুক্ত এমন বক্তব্য সত্যিই দুরূহ। এখানেই তো কলম ও কালি গতি হারিয়ে ফেলে। যদি আমাদের ভাষার লালিত্য ও কৌশলও রপ্ত থাকত তবু আমরা প্রিয়তম রাসূলের প্রিয় সাহাবিদের হক আদায় করে কোনো কথা লিখতে সক্ষম হব না।

তারা তো মহান আল্লাহর নির্বাচিত, নবি-রাসূলগণের পর উভয় জগতের জন্য আল্লাহ তাদের চয়ন করেছেন। তারা এই উন্মত্তের শ্রেষ্ঠতম শ্রেণি। আত্মিকভাবে স্বচ্ছ, জ্ঞান-অভিজ্ঞানে প্রাজ্ঞ, লৌকিকতায় প্রায় শূন্য। তাদের তুলনা উপস্থিত করা অসম্ভব।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য সাহাবি এমন ছিলেন যারা অব্যাহতভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেন; বরং তাদের প্রত্যেকেই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কঠোরভাবে আমল করতেন। তাদের একেকজন একাই তাহাজ্জুদ ও ইবাদতের বোনা কাপড় ছিলেন। তাদের পর যারা মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরাম আছেন, তারা ওই প্রতিযোগীর মতো, যারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করছে অদৃশ্য কিছুকে ধরার জন্য। আর তাদের পরবর্তীরাও এসে তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে যাচ্ছে। আল্লাহ তাদের সবার প্রতি সম্মুখ হয়েছেন। আমরা ও তারা সবাই যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূত দলে একই সঙ্গে হাশর করতে পারি।

প্রিয় ভাই, এটা বাস্তবায়নের পাথেয় বাতলে দিয়েছেন তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইলের নৈশ বীরগণ। নিচে তাদের কিছু উক্তি তুলে ধরছি :

আবু সুলাইমান দারানি রহ. বলেন—

لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا.

যদি রাত না থাকত তাহলে এক মুহূর্তের জন্য বেঁচে থাকাকে আমি পছন্দ করতাম না।

সুফিয়ান রহ. বলেন—

شر حالات المؤمن أن يكون نائما، وخير حالات الفاجر أن يكون نائما، لأن المؤمن إذا كان مستيقظا فهو متحل بطاعة الله، فهو خير له من نومه، والفاجر إذا كان مستيقظا فهو متحل بمعاصي الله، فنومه خير من يقظه.

মুমিনের জন্য রাতভর ঘুমানো দোষণীয়, আর ফাসেকের জন্য ঘুমিয়ে থাকা ভালো। কারণ হচ্ছে, মুমিন জেগে থাকলে পুরো সময়টা আমল-ইবাদতে কাটাবে। পক্ষান্তরে ফাসেক জেগে থাকলে অন্যায়-অপকর্ম করবে। তাই তার জেগে থাকার চেয়ে ঘুমিয়ে থাকাই ভালো।

ইমাম আওজায়ি রহ. বলেন—

كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله بشئ كأنما على رؤوسهم الطير، مقلبين على أنفسهم، حتى لو أن جميعا لأحدهم قد غاب عنه حينئذ قدم ما التفت إليه.



আমাদের বড়োদের অবস্থা হচ্ছে, সুবহে সাদিকের সময় বা তার কিছু পূর্বে তারা এমন হয়ে যেতেন, যেন তাদের মাথায় পাখি বসেছে। এ সময় তারা সম্পূর্ণ আল্লাহমুখী হয়ে যেতেন। এমনকি গভীর ধ্যানমগ্নতার কারণে কেউ যদি তাদের কাছে আসা-যাওয়া করত, তাও তাদের গোচরীভূত হতো না।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আসেম ইবনে আবিন নাজুদ রহ. বলেন—

أدرکت أرقاماً كانوا يتخذون هذا الليل جميعاً. أي: يتزودون بقيامته وتجهده ليوم القيامة.

আমি এমন লোকদের পেয়েছি, যারা তাদের রাতকে উট বানিয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ ও রাত্রিজাগরণের মাধ্যমে তারা রাতকে এভাবে আবদ্ধ করে রাখতেন যে, কিয়ামতের দিন এই রাতগুলোই তাদের পাথেয় ও পুলসিরাতের জন্য সওয়ারি হবে।

আলি ইবনে বাক্কর রহ. বলেন—

منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر.

চল্লিশ বছর যাবৎ আমাকে একটি বিষয় পেরেশান করে আসছে। আর তা হলো, সুবহে সাদিক হওয়া। অর্থাৎ, সুবহে সাদিক হলেই যেহেতু তাহাজ্জুদের সময় শেষ হয়ে যায়, তাই আমার এ কারণে বড়োই কষ্ট লাগে।

মুহাদ্দিস ইসহাক ইবনে সুওয়াইদ রহ. বলেন—

كانوا يرون السياحة: صيام النهار، وقيام الليل.

সালহে-সালেহিনের কাছে মানসিক প্রফুল্লতার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এক. দিনে রোজা রাখা ও দুই. শেষরাতে তাহাজ্জুদ পড়া।

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. বলতেন—

أفرح بالليل لمناجاة ربي، وأكره النهار للقاء الخلق.

আমি রাত এলে এই কারণে খুশি হই যে, আল্লাহর সঙ্গে একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। আর দিন হলে এই কারণে খারাপ লাগে যে, এ সময়টা মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা ও দুনিয়াবি কাজে ব্যয় হয়ে যায়।

ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রহ. বলেন—

دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكير، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.

আত্মার চিকিৎসার প্রতিকার পাঁচটি জিনিসের মধ্যে আছে। যথা :  
১. চিন্তাভাবনার সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত করা (বুঝে পড়ার চেষ্টা করা)। ২. পেট খালি থাকা। ৩. রাতভর নামাজ পড়া। ৪. শেষরাতে বিশেষভাবে কান্নাকাটি করা। ৫. নেককার ও আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য অবলম্বন করা।

কাসেম ইবনে উসমান আলজুওয়ি রহ. বলেন—

أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأفضل طرق الجنة سلامة الصدر.

(ইসলামের মৌলিক কথা এই তিনটি) এক. পরহেজগারি ও খোদাভীতিই হলো প্রকৃত দীন। দুই. শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো এমন ইবাদত, যা গভীর রাতে নিরিবিলিতে পালন করা হয়। তিন. জান্নাতে যাওয়ার পথসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম পথ হলো অন্তরকে (ভ্রান্ত বিশ্বাস ও শয়তানি ওয়াসওয়াসা থেকে) নিরাপদ রাখা।